সংবাদ

তারিখ 18 JAN 2007

শিক্ষা সংলাপ

দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব অনেক

—অধ্যাপক ড. ইদ্রীস আলী
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

অধ্যাপক ড. মো. ইদ্রীস আলী বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একজন সফল চেয়ারম্যান। তার দায়িত্বশীলতা এবং সঠিক দিকনির্দেশনা দেশের কারিগরি শিক্ষারমান উন্নয়নের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

ড. ইদ্রীস আলীর জন্ম ১৯৫৬ সালে। তিনি সিরাজগঞ্জ জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭১ সালে রাজশাহী বোর্ডের অধীন এসএসসি এবং ১৯৭৩ সালে ঢাকা বোর্ডের অধীন নাগরপুর কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য চলে যান উজবেকিস্তান। সেখান থেকে তিনি ১৯৮০ সালে এমএসসি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ১৯৯০ সালে পিএইচডি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করেন।

জনাব ইদ্রীস আলী শহীদুল্লাহ অ্যান্ড এসোসিয়েট লিমিটেডের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রথম কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে ড. ইদ্রীস আলী বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ইদ্রীস আলীর সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রম, কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব, সমস্যা ও সম্ভাবনাসহ বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা হয়। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন মো. ওলিয়ার রহমান।

লেখাপড়া : কারিগরি বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলুন?

জনাব ইদ্রীস আলী : কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ১৯৬৭ সালে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্যক্রম শুরু করে ১৯৬৯ সালের ৪ এপ্রিল। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মূলত দেশের কারিগরি শিক্ষার মান প্রণয়ন, উন্নয়ন ও মূল্যায়নের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত।

বর্তমান বোর্ডে প্রায় ১১১জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী দেশের অদক্ষ জনশক্তিকে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরিত করার অংশ হিসেবে আধুনিক শিক্ষাক্রম উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

লেখাপড়া : দেশের অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের কোর্স কারিকুলাম এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কারিকুলাম সম্পর্কে কিছু বলুন?

জনাব ইদ্রীস আলী : দেশের অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের কোর্স কারিকুলাম এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কোর্স কারিকুলাম ও কার্যক্রম সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সময়োপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই জন্য এখানে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন কোর্স চালু করে থাকে। কোর্সের মেয়াদ তিন মাস থেকে ৪ বছর। দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সব কোর্স চালু রয়েছে তার মধ্যে এসএসসি (ভোকেশনাল), এইচএসসি (ভোকেশনাল), এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট), ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং উল্লেখযোগ্য।

লেখাপড়া : কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলুন?

জনাব ইদ্রীস আলী : দেশের অদক্ষ জনশক্তি দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব অনেক। কারণ এখানে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া হয়। ফলে একজন শিক্ষার্থী সহজেই দক্ষ জনশক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়াও তার পক্ষে সহজ হয়।

মানুষ যদি দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক মানুষ আজ আমাদের দেশে বেকার। এই বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের কারিগরি শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

লেখাপড়া : সম্প্রতি দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎসহ বিভিন্ন বিষয়ে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে- এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

জনাব ইদ্রীস আলী : আসলে একটি মহল সব সময়ই অন্যের ভাল দেখতে পারে না। আমার সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং চক্রান্ত করে করা হয়েছে। এর কোন দলিল বা প্রমাণ নেই। বিভিন্ন সময়ে এ বোর্ডে যারা দুর্নীতি করেছে আমি দায়িত্ব নেয়ার পর তাদের দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যায়। এসব কুচক্রিদের অনেকে আমি চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থাও করেছি। আমার মনে হয় এই গোষ্ঠীই আমার বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল বুনছে।

আমার সম্পর্কে দুই একটি পত্রিকায় বই ছাপানো এবং লোক নিয়োগ নিয়ে যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। কারণ বোর্ডে যোগদানের বহু আগেই বই ছাপানো প্রকল্প শেষ হয়েছে বিধায় এর সঙ্গে আমার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। তাছাড়া আমার সময়ে বোর্ডে মাত্র ১ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।

লেখাপড়া : কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রম গতিশীল, স্বচ্ছ ও মান সম্পন্ন পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

জনাব ইদ্রীস আলী : বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রম গতিশীল, স্বচ্ছ ও মান সম্পন্ন পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে এবং বিপুল অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার কাজে সহায়তা করার জন্য বোর্ড হতে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১. বোর্ডের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সরবরাহকৃত ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর সিডি/অন লাইনে সংগ্রহের নিমিত্ত সফটওয়্যার উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন।

২. কম্পিউটারের ওপর পরিচালিত বিভিন্ন সার্টিফিকেটের পরীক্ষা জোনভিত্তিক কেন্দ্র নির্বাচন পূর্বক অন-লাইনে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি চালুকরণ।

৩. বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রতি বছর প্রায় ৭৬ প্রকারের পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। ওই পরীক্ষাসমূহের জন্য বোর্ড হতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রেরণের মতো জটিল কাজটি সম্পাদন করে থাকে। ওই কাজ সহজতর করার জন্য সব শিক্ষাক্রমের জন্য প্রশ্ন ব্যাংক তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৪. কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণ ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বশিখন উপযোগী বিভিন্ন ট্রেডের Distance, modular & Flexible শিক্ষা উপাদান প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৫. বোর্ড কর্তৃক ভোকেশনাল স্তরের সিলেবাস competency Based সিলেবাস সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬. বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ জনবল মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে চাকরির জন্য যাচ্ছে। ওই জনবলের প্রায় ৬২% কোন প্রকার প্রশিক্ষণ ছাড়াই বিদেশে গমন করায় তারা কম বেতন পাচ্ছে বা সম্মানজনক কাজ পাচ্ছে না। ফলে দেশ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য সৌদি-আরব, কুয়েত ও সংযুক্ত আরব-আমিরাতে, প্রাথমিকভাবে অদক্ষ শ্রমিকদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৭. উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাক্রমের সামঞ্জস্য বিধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে UN, UNESCO এর আওতাধীনে আঞ্চলিক বা উপ-আঞ্চলিককেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৮. বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সহায়তা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের চাহিদা অনুযায়ী বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষাক্রমে উত্তীর্ণ গ্রাজুয়েটদের একটি ডাটা বেইজড তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৯. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় দক্ষতা মান নিরূপণ।

১০. বোর্ডের লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন শাখাকে তথ্য সমৃদ্ধ করার জন্য বইপুস্তক সংগ্রহ, আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ ইন্টারনেট সুবিধা স্থাপন এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সিডি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

১১. দেশী ও বিদেশী চাকরি বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষাক্রমের সিলেবাস পরিমার্জন/সংশোধন।

১২. মান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ।

১৩. বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জমি ক্রয় ও ইমারত নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ।

১৪. শর্ট কোর্সের (ছয়মাস-এক বছর মেয়াদি) পরীক্ষা পদ্ধতি কম্পিউটারাইজেশন।

১৫. বিষয়ভিত্তিক ও কারিকুলাম ভিত্তিক Orientation প্রদান।

-আপনাকে ধন্যবাদ
-আপনাকেও ধন্যবাদ